শ্রেষ্ঠ প্রেম কাহিনী

সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত ভ্যালেন্টাইনস ডে'র প্রেম কাহিনীগুলোর মধ্যে নিচের তিনটি প্রেম কাহিনী আমার বিচারে পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে। এক. আমার বাবার প্রেম এবং আমার প্রেম, দুই. শেষ বিকালের আলোতে, তিন. আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিট মাইসেলফ।

মুহম্মদ মাহবুব আলী
ধানমন্ডি, ঢাকা

আমাদেরও ভাবতে হবে

২০০০-এর বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩৯-এ প্রকাশিত 'ডারউইনের গালাপাগোস' শীর্ষক তথ্যসমৃদ্ধ

ফিচারটির জন্য ধন্যবাদ। আমরা কি ভাবছি আমাদের সুন্দরবন আর প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিন নিয়ে? রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা দ্রুত কমছে সুন্দরবনে, সেন্টমার্টিনের প্রাণ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে। দেশীয় পাখিগুলোও ক্রমশই বিলুপ্ত হচ্ছে, যেমন— দোয়েল, কোয়েল, ময়না, শ্যামা, মাছরাঙা, ডাহুক, কোড়া, বউ কথা কও, শালিক, ফিঙে, কাঠ ঠোকরা প্রভৃতি। বসন্তে এখন কোকিলের ডাকও খুব কমই শোনা যায়। উপরোল্লিখিত পাখিগুলো আমাদের নাগরিক প্রজন্ম কখনও চোখেও দেখেননি। অথচ নগর মানেই ইলেকট্রনিক্স আর ইট-কাঠের জঙ্গল নয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত নগরে বৃক্ষ, উদ্যান, পরিচ্ছন্ন জলাশয়ের পর্যাপ্ততা রয়েছে। আমি এ ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০কে অনুরোধ করছি।

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আমাদের গণতন্ত্র ও একটি গাধার গল্প

২০০০, ২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার 'রাজনীতিবিদ বনাম জনগণ' পড়ার পর এবং আমাদের দেশে রাজনীতিবিদরা জনগণকে যা ভাবেন তার প্রেক্ষিতে একটা গল্প মনে পড়ল।

এক গরিব লোকের ছিলো একটি গাধা। গাধাটি লোকটির আয়ের একমাত্র উৎস। একবার দেশে প্রচন্ড খরা দেখা দিল। মাঠের ঘাস, গাছ-গাছালির সবুজ পাতা পুড়ে ছাই। কোথাও সবুজের চিহ্ন থাকল না। লোকটির চিন্তায় ঘুম হারাম। কারণ তার গাধাটি গাধা হলেও সবুজ ঘাস ছাড়া খায় না (আমরা যেমন গণতন্ত্রের বাংলাদেশী সংস্করণ ছাড়া বুঝি না)। না খেয়ে গাধার অবস্থা কাহিল। হঠাৎ লোকটার মাথায় এক আইডিয়া এলো। যদিও সে নিশ্চিত ছিলো না, আইডিয়াটা কাজে লাগবে কিনা। তবু ভাবল পরীক্ষা করে দেখলে ক্ষতি কি-- যেহেতু পরীক্ষার বস্তু গাধা। গরিব লোকটা গাধার জন্য কিনে আনলো এক জোড়া সবুজ চশমা। চশমা পরানোর পর গাধা তো সব সবুজ দেখতে লাগল। খরায় পুড়ে যাওয়া সব খাবারই তখন গাধায় খেতে লাগল। স্বাদে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গাধা খাওয়া বন্ধ করল না। খাবারের রঙ তো সবুজ!

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা ব্যক্তি স্বার্থে জনগণের চোখে গণতন্ত্রের সবুজ চশমা পরিয়ে যা করছে তা গল্পে উল্লিখিত নিরীহ প্রাণীর মতই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। তা না হলে সব কিছু জানা সত্ত্বেও ভোটের সময় ভোট দেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াতাম না।

প্রচ্ছদে জনগণকে যেভাবে দেখিয়েছেন শ্রদ্ধেয় রনবী তাতে একটু আপত্তি আছে। খোঁয়াড়ে বা খাঁচায় বন্দী গরু না দেখিয়ে গাধা হলে মনে হয় যুৎসই হতো। কারণ রাজনীতিবিদদের চোখে আমরা গরুর পর্যায়েও পড়ি কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায় বৈকি!

আদিব মাহমুদ, P.o Box-22405, Sfat-13085, Kwait

প্রসঙ্গ নাগরিকত্ব

অনেকটা অযৌক্তিক কারণেই আমরা গুণীজনের মূল্যায়ন করতে পারছি না। কিংবা করতে চাচ্ছি না। যখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেউ সমাদৃত হন, আমরা তখনই তাকে নিয়ে প্রলয় নাচন শুরু করে দিই। ইদানীং এসব বাঙালিদের স্বাভাবগত উন্মত্ত আবেগে পরিণত হচ্ছে। আজ আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রফেসর ইউনূসকে সবাই চিনি। কিন্তু আশির দশকে ওনাকে প্রায় পাগল বলা হয়েছিল। এখন প্রফেসর ইউনুসকে নিয়ে কত বন্দনাগীতি, কত গাথা। ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাবার আগে ক'জন চিনতো মহিয়সী এঞ্জলা গোমেজকে? ইদানীং দু'চারজন ওঁনাকে চেনেন, যিনি যশোরের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে গ্রামীণ নারী উন্নয়ন নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ওরকমই কয়েকজন হৃদয়বান মানুষ হলেন ফাদার টিম আর তেরেস রুঁশে। হয়তবা এটা ঠিক যে, এই মুহূর্তে ফাদার টিম আর তেরেস রুঁশে কোনো আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাননি। কিন্তু তাদেরও মানুষের জন্য ভালোবাসা অপরিসীম। স্বল্পকালীন আয়ুযজ্ঞে আমরা কি পারি না এই হৃদয়ছোঁয়া ভালোবাসা দাতা-দাত্রীকে আমাদের করে নিতে? লাল-সবুজের পতাকা তাঁদেরও হাতে তুলে দিতে?

সালেহ আহমেদ
খুলনা ইউনিভার্সিটি

দেশ সংস্কৃতি উপস্থাপনায়

ঢাকায় কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। কর্তৃপক্ষ এ উৎসব গুছিয়ে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে যা আমরা বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি। তবে প্রথমবারের মতো এ ধরনের একটা বড় উৎসব আয়োজনের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে। তবে উৎসবের শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নিম্নমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সহজেই ছেড়ে দেয়া যায় না। শুভ্রদেবের বিদেশী (ইংরেজি) সুরে হালকা দেশাত্মবোধক গান ও অন্য শিল্পীদের দৃষ্টিকটু পোশাকে চটুল গানসমূহ (অধিকাংশই) যে আমাদের গৌরবময় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যেহেতু এ ধরনের উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতিকে সহজ ও সুন্দরভাবে গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার সুযোগ থাকে, সেহেতু এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মানের দিকটি আয়োজকদের মাথায় থাকে, সেহেতু এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মানের দিকটি আয়োজকদের মাথায় রাখাটা জরুরি। খেয়াল রাখতে হবে যে, কোনো শিল্পী যাতে দৃষ্টিকটু পোশাকে বিদেশী হাবভাবে এ ধরনের অনুষ্ঠানে কোনো কিছু উপস্থাপন করতে না পারেন। ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুণরাবৃত্তি না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন আশা করি।

সৈকত
উত্তরায়ণ, নীলফামারী

দুর্বৃত্তদের চুল পাকে না

হাজারী সাহেব আবার বই নিয়ে মাঠ গরম করতে চাচ্ছেন। জাতীয় দৈনিকগুলোতে ছাপা হয়েছে জয়নাল হাজারীর নতুন বইয়ের রঙচঙ্গে বিজ্ঞাপন। এটা তার পুরনো খেলা। কিছুদিন আগে ইউএনবি'র সাংবাদিক টিপুকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করার পর পত্র-পত্রিকাগুলো সরব হয়েছিলো ফেনীর অধিপতি জয়নাল হাজারীর সন্ত্রাস নিয়ে। সম্পাদকদের সাথে বৈঠককালে শেখ হাসিনা হাজারীকে শুনিয়েছেন সস্নেহ আশীর্বাদ বাণী। আশা করি, নব উদ্যমে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে হাজারী সাহেবের আর কোনো সমস্যা হবে না। তবে মনে রাখবেন, 'দুর্বৃত্তদের চুল পাকে না'। আর হ্যাঁ, প্রথম পাতায় বইয়ের বিজ্ঞাপনগুলো মালিকদের উদ্দেশ্যে জয়নাল হাজারীর দেয় ভেট নয় তো?

তারিক সালমন, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

দুঃখজনক

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু থেকেই অন্যরকম একটা আমেজ সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে তরুণদের মাঝে। কিছু অসাধু ব্যক্তির জন্য বিমল আনন্দও ম্লান হয়ে যায়। চলচ্চিত্রের মূল আকর্ষণ ছিল হিন্দি ছবি 'তাল' ও 'কহোনা পেয়ার হ্যায়'। যদিও এই দুটি ছবি আমরা বহুবার উপভোগ করেছি তারপরও বড় পর্দা বলে কথা। তাইতো 'তাল' ছবিটি হলে রিলিজ করার পর থেকে দর্শকদের উপছেপড়া ভিড়— বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। হল কর্তৃপক্ষ মিড নাইট শো পরিচালনা করার কথা ঘোষণা করে। সবচেয়ে দুঃখ হলো, যখন একটা ছবি হিটের সীমানা অতিক্রম করে তখনি হল কর্তৃপক্ষ টিকেট কালোবাজারিদের হাতে দিয়ে দেয়। আর গচ্চা দিতে হয় নিরীহ দর্শকদের। 'তাল' ছবির ভিআইপি টিকেট বিক্রি হয়েছে ৩৫০-৪০০ টাকায়। 'কহোনা পেয়ার হ্যায়' দেখতে আসা হাজার হাজার দর্শক টিকেট না পেয়ে হলের আসবাবপত্র ভাচুর করে, প্রায় ১০-১২টি রঙিন টিভিও ভাঙচুর করে। ছবি পরিচালকদের ভুলের মাশুল দিতে হলো মধুমিতা হল কর্তৃপক্ষকে। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক।

ফারুক আহ্‌মেদ রায়হান
ইংলিশ রোড, ঢাকা-১১০০

ঘাতকদের পরিচয়...

পল্টনে সিপিবির সভায় বোমা বিস্ফোরণে চারজন নিহত, আহত হলো অনেক। যেমনটি করা হয়েছিল যশোরে উদীচীর সম্মেলনে। সিপিবি প্রগতিশীল রাজনীতির ধারক, তাদের চিন্তাধারা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। কারা তাদের শত্রু? যশোরের সেই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের পর মনে করা হলো অপরাধীরা ধরা পড়বে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে। কিন্তু তা হয়নি। এবার এই পল্টনের ঘাতকরাও কি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে? জাতি ঘাতকদের পরিচয় জানতে চায়।

হোসেন আবেদ আলী
গুপ্তপাড়া, রংপুর-৫৪০০

প্রসঙ্গ টোকাই

গত সপ্তাহের টোকাই ছিল বিমর্ষ, চিন্তাক্লিষ্ট, মলিন মুখ। কারণ হরতালের বন্ধে সবাই গ্রামে চলে যাবে, ওরা যাবে কোথায়? এই টোকাই শিশুদের জন্য সবারই মায়ামমতা থাকা উচিত। এরশাদের পথকলী ট্রাস্ট বিএনপি সরকার ভেঙে দিলে ওরা ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে কেউ আর ওদের তুলে নিতে আসেনি। কেউ আর এদের জন্য কোনো নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকারের প্রতি অনুরোধ, নতুনভাবে পথকলী ট্রাস্টটি পুনর্গঠন করে অথবা অন্য কোনো নাম দিয়ে টোকাইদের একটা উন্নত ভবিষ্যতের সুযোগ দিন। ২০০০-এর, পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইলো— আসুন, আমরাও ঘোষণা করি আমাদের সব ভালোবাসা টোকাইদের জন্য।

আনু রহমান
ফকিরাপুল, ঢাকা

ধন্যবাদ

জামালপুরের পিয়া, আপনি ফোরামে 'আর কতদিন' শিরোনামে যে লেখাটি পাঠিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। এরকম লেখা আপনার কাছ থেকে আরও আশা করছি। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে, তারা আজ স্বাধীন দেশে বাস করে আমাদের স্বাধীনতাকে অসম্মান করছে। তাদের কি বিচার হবে না?

হৃদয়
মঞ্জিল, জামালপুর

সংবাদের সময়

বর্তমানে একুশে টেলিভিশনের সংবাদ খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কারণ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ। সুন্দর উপস্থাপন, বাচনভঙ্গি এবং সংবাদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক চিত্রাদি প্রদর্শন। একুশে সংবাদ আমাদের দিচ্ছে নতুন কিছু যা প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয়, ঘোষণা দেওয়ার পরও রাতের সংবাদ কখনো ১১টায় প্রচার করা হচ্ছে না। রাতের সংবাদ প্রচারে তারা যে লুকোচুরির পরিচয় দিচ্ছে তা মোটেও সুখকর নয়। একুশের দর্শকদের সাথে এটা এক ধরনের খামখেয়ালিপনা। তা না হলে সংবাদের মতো একটি বিষয় নিয়ে এমন অবস্থা কেন হবে! ১১টায় কোনো অসুবিধা হলে রাত ১২টায় প্রচার করা হোক। কিন্তু সময়ের যেনো কোনো হেরফের না হয়। মানুষ এতোটা কর্মহীন নয় যে, সংবাদ শোনার জন্য অনিশ্চয়তায় ঘন্টাখানেক কাটাবে।

শিল্পী
বড়বাগ, মিরপুর-২
ঢাকা-১২১৬

হায়রে ইতিহাস বিকৃতির দেশ

বাকশালী সাংবাদিক এবং পরবর্তীতে বিএনপি বুদ্ধিজীবী গিয়াস কামাল চৌধুরী সম্প্রতি এক আলোচনায় বলেন, 'জিয়াউর রহমান চাননি স্বাধীন বাংলাদেশে একজন মুসলমানের পরাজয়ের চিহ্ন থাকুক। সেজন্যই পাকিস্তানি বাহিনী যে স্থানে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেছিলো সেখানে শিশু পার্ক স্থাপনের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ দর্শনই বিএনপি'র মূল অন্তর্নিহিত শক্তি।'
এ প্রসঙ্গে বি.এন.পি'র মহাসচিব মান্নান ভুঁইয়া এক বিবৃতিতে এ বক্তব্যকে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিক এবং উন্মাদের প্রলাপ বলে আখ্যায়িত করেন। অন্যদিকে ইনকিলাব গং, গিয়াস কামাল চৌধুরী সমালোচনা করায়, মান্নান ভুঁইয়ার নিন্দা করে বলে যে, কার্যত গিয়াস কামাল চৌধুরীর বক্তব্যই বিএনপি'র বক্তব্য হওয়া উচিত।
এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতাপ্রিয় কোটি বাঙালির প্রশ্ন, যে স্থান থেকে ৭ মার্চ ঘোষিত হয়েছিল আমাদের মহান স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা, পরবর্তীতে ১৬ ডিসেম্বর যে স্থানটিতে বর্বর পাক হানাদার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের দ্বারা উদিত হয় আমাদের অমূল্য স্বাধীনতার সূর্য, যে স্থানটির সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাঙালির বিজয়ের গৌরব। ঢাকা শহরে এতো জায়গা থাকতে, সেই স্মৃতিবিজড়িত স্থানটিতেই মুক্তিযোদ্ধা এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান কেন শিশু পার্ক নির্মাণের নির্দেশ দিলেন? সে সময়ে মান্নান ভুঁইয়ার অবস্থান ছিল বিরোধী শিবিরে। হায়রে ইতিহাস বিকৃতির দেশ।

আবুল হাসেম, ত্রিপলি, লিবিয়া

ইদানীং বিমানবন্দর

বিমানবন্দর নামটা মনে আসলেই আঁতকে উঠি। লাগেজ চুরি, ডলার ছিনতাই, মাস্তানী, কাস্টমস অফিসারদের দৌরাত্ম্য। কনকর্ড হল পার হলেই নতুন বিড়ম্বনা। বিকল্পের ড্রাইভারদের টানা-হ্যাঁচড়া-কিল ঘুষি। বিদেশ থেকে বিমানবন্দরে এসে নামলেই জীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠতো। অসহায় জরিনা খাতুনের ঘটনা সবার জানা।
কয়েকদিন আগে একটি কাজে বিমানবন্দরে গিয়ে অবাক হলাম। ভাবলাম কোনো ভিআইপি আসবে, এজন্যই হয়তো সবকিছু অন্যরকম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ভিআইপি কেউ আসছেন না। বেশ কিছুদিন হলো বিমানবন্দরের চিত্র এমনই। এলোপাতাড়ি গাড়ি রাখা নেই, হকার নেই, ডলার ব্যবসায়ী, বিকল্প ড্রাইভারদের দৌরাত্ম্য নেই। দর্শনার্থীরা ভিড় করলেও পুলিশ সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। সবকিছু ছিমছাম। বন্দরে ঢুকতেই দেখা যায় ছয়জন সার্জেন্ট ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে। অফিসারদের ব্যবহার দেখে বাংলাদেশের পুলিশ বলে মেলাতে পারছিলাম না। বিমানবন্দরে কর্মরতদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানলাম, পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বরত অফিসারের কারণেই বিমানবন্দরের চেহারা বদলে গেছে। পুলিশের সঙ্গে বিমানবন্দরের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীও সহযোগিতা করছে।
ভেবেছিলাম জীবদ্দশায় বিমানবন্দরের এমন ছিমছাম দৃশ্য দেখে যেতে পারব না। পুলিশের আন্তরিক চেষ্টায় তা দেখলাম। আসলে পুলিশ ইচ্ছে করলে সবই সম্ভব। যাই হোক, সুন্দর এই কাজের জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বরত পুলিশ অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

সুমন, বনানী, ঢাকা